২৩/৮/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩.....

এগারো দিনে দু'শ' ডিগ্রী কলেজে গবর্নিং বডির সভাপতি পরিবর্তন

মনির হায়দার

দু'শ' ডিগ্রী কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে গত ১১ দিনে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবর্নিং বডি হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত খুব একটা ত্বরিত গতিতে এগুচ্ছে না। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডিগুলোতে রাজনৈতিক পরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা এখনও বহাল আছেন আগের মতোই। সরকারী সার্কুলার জারি হবার পর গত ১১ দিনে ১ হাজার ২৬০টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে মাত্র শ'দুয়েকের গবর্নিং বডি হতে শুধুমাত্র সভাপতিদের সরানো হয়েছে। বাকি ১ হাজার ৭৭টি কলেজের সভাপতি এবং সব কলেজের গবর্নিং বডির বিদ্যোৎসাহী সদস্য ও হিতৈষী সদস্যদের কাউকেই সরানো হয়নি এখনও পর্যন্ত। অথচ এসব পদের প্রায় সবই পূরণ করা হয়েছে রাজনৈতিক মনোনয়নে।

সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গড়িমসি

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিভাগে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হলো মোট ২৪৯টি। এর মধ্যে বিগত সরকারের আমলে ১০৯টি কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি করা হয় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের। ৪৩টিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ৩১টিতে শিক্ষাবিদ. ১টিতে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, ৩৪টিতে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, ৯টিতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং ১২টি কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি করা হয় সংশ্লিষ্ট ইউএনওকে। এর মধ্যে যে সব কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি ছিলেন এমপি সেসব কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি পদ পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট বিভাগের ১৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগের ২২টি, রাজশাহী বিভাগের ৩৫টি এবং বরিশাল বিভাগের ২০টি কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সারা দেশের বাকি সব কলেজের গবর্নিং বডি হতে সভাপতি কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক সদস্যদের এখনও সরানো হয়নি।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবর্নিং বডি হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র সার্কুলার জারি করেই বসে আছে। এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবর নিচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সহকারী সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে বলেন, দেশের ডিগ্রী কলেজগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক। ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডি হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দেয়ার যে নির্দেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতিই একটি বড় রাজনৈতিক দলের উপদেষ্টামণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য। সুতরাং তাঁকে ওই পদে রেখে কলেজসমূহের গবর্নিং বডিতে পরিবর্তন আনা অর্থহীন এবং তাঁর মাধ্যমে এই উদ্যোগ সহসা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই কর্মকর্তা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন প্রার্থী বা দল যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যই গবর্নিং বডিগুলো হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগ কতটা বাস্তবায়িত হবে তা এখন প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।